অফুরন্ত ভালবাসা

ভাটা পানি উজান ধায়
বুড়া মানুষ পাগল হয়।

রচয়িতা—শ্রীমহাদেব সাহা

প্রকাশক—মানিক চন্দ্র দাস

মূল্য দশ পয়সা

শুনেন শুনেন বন্ধুগণ শুনেন দিয়া মন,
সুন্দর একটি প্রেমের কথা করিব বর্ণন।
জিলা কাছাড়াতে ২ আছে তাতে হাতিপুর গ্রাম,
সেই গ্রামে বাস করে ফজলু চৌধুরী নাম।
মিয়া ধনবান ২ বুদ্ধিমান সর্ব্বগুণে গুণী,
জমিদারী ছিল তার খবরেতে শুনি।
ছিল তিন পুত্র ২ ছিল মাত্র কন্যা একজন,
আদর করে নাম রাখিল সুফিয়া খাতুন।
সুফিয়া বয়স প্রাপ্ত ২ কেবলমাত্র ক্লাস এইটে পড়ে,
টগর মগর করে তার যৌবন জোয়ারে।
যায় স্কুলেতে ২ ছাতা হাতে কাপড় নাই মাথায়,
চুলের বেণী খুলে দিচ্ছে বাতাসে উড়ায়।
ফুটল যৌবন কলি ২ গন্ধে অলি গুনগুন রব গায়,
ভ্রমর কেবল উড়ে বেড়ায় বসতে দেয় না গায়।
চিকন ছিট কাপড়ে ২ ধরছে তারে চিনে জোকের মত,
চুড়ি হাতে ব্লাউজ গায় সুন্দর লাগে কত।
চলে হেলে দুলে ২ আচল উড়ে পিঠেতে তাহার
দেখতে বড়ই সুন্দর রূপেরই বাহার।
মাথায় লম্বা কেশ ২ আউলা বেশ আর নূতন সাজ,
আকাশ হতে পড়ে যেন বিদ্যুতেরও বাজ।
দুলছে কোমরেতে ২ হাওয়ার সাথে লম্বা মাথায় চুল,
মুখের গঠনটি ছিল ভাই যেন গোলাপ ফুল।
কাল চক্ষু দুটি ২ মিটিমিটি এদিক ওদিক চায়,

পঞ্চ আত্মা উড়ে যায় চোখের ইসারায়।
আর সরু মাজা হয় না সোজা হেলে দুলে চলে,
বসন্ত বাতাসে যেমন বটবৃক্ষ দোলে।
সুন্দর ছিট কাপড়ে ২ তৈরী করা ব্লাউজ দিয়ে গায়,
মিলন পরীর মত ছুকরী ঘুড়িয়া বেড়ায়।
নামে জয়নাল ২ মিয়া যায় চলিয়া ক্লাশ নাইনে পড়ে,
কর্ম্মদোষে জন্ম নিল গরীবের ঘরে।
দেখে সুফিয়ারে ২ আড়ে আড়ে সুফিয়ার দিকে চায়,
প্রেমাগুনে দুইজনে জ্বলে নিরালায়।
রোজ স্কুলে যায় ২ দেখা হয় কথা নাহি কয়,
চোখ ইসারায় চাওয়া চাওয়ি হইতেছে ভাই।
সুফিয়ার ভরা যৌবন ২ উদাসী মন যৌবনের জ্বালায়,
কি ভাবেতে মনের বেদন জয়নালকে জানায়।
উভয়ে কি প্রকারে ২ প্রকাশ করে কেহ নাহি বলে,
উভয়েরই মনের আগুন জ্বলিছে অন্তরে।
লাগল প্রেমের নেশা ২ না পায় দিশা উভয়ের অন্তরে,
মুখে কিছু না বলিয়া চিঠি দিল ছেড়ে।
সুফি লিখে দিল ২ এস বল রাত্রি বাড়ীর দ্বারে,
জয়নাল মিয়া এখন হইতে যাওয়া আসা করে।
জয়নাল বলে তারে ২ বিনয় করে ওগো প্রাণ প্রিয়া,
আমি হইলাম চাষার ছেলে তুমি ধনীর মহিলা।
বৃথা ভালবাসা ২ মনের আশা কেন কর তাই,
আমায় তুমি ভুলে যেও ধরি দুটি পায়।

সুফি কেঁদে বলে ২ বিনয় করে ওগো প্রাণপতি.
পতি শূন্যে নারী যারা খেয়ে বেড়ায় লাথি।
আমি তোমায় ছেড়ে ২ এ জগতে না বাঁচিব প্রাণে,
চরণ ধরে বলি তোমায় মেরো নাকো জানে।
শুনে সুফির মা ২ বলে তাহা বুড়ার কাছে যাইয়া,
আমার কথা শোন তুমি বলি আমি যাহা।
বুড়া কান পাতিয়া ২ রইল বইসা শুনবে বলিয়া,
সুফির মা বলছে তখন যারে দাও বিয়া।
ছেলে বাড়ীর দ্বারে ২ যায় বলিয়ে লজ্জিত করে থাকে,
ঐ ছেলের সাথে বিয়ে দাও সুফিয়াকে।
শুনে বুড়া তাহা ২ দাও নিয়া উঠিল কুদিয়া,
নিলর্জ্জ বেহায়া মেয়ে ফেলিব কাটিয়া।
তাহার তিন পুত্র ২ শুনা মাত্র উঠিল গর্জিয়া,
রায়েতেরী ছেলে ভগ্নি করিতে চায় বিয়া।
পড়া বন্ধ করে ২ রাখে ঘরে যাইতে না দেয় বাহিরে,
সুফি এখন ঘরের ভিতর খালি চিন্তা করে।
ছেলে ঠিক করিল ২ দিন পড়িল বারে শুক্রবার
চিন্তায় ২ সুফির শরীর কিছু নাহি আর।
বাড়ীর চাকর ছিল ২ ঠিক করিল ১০ টাকা দিয়া,
পত্রখানা দিয়া আইল অতি ব্যস্ত হইয়া।
তাতে লেখা ছিল ২ দেখা গেল বিয়া শুক্রবারে,
আগের দিন রাত ১২ টায় আসবে তুমি চলে।
আমার বাড়ীর ধারে ২ রাত ১১ টায় থাকবে তুমি বসে

যা থাকবে কপালে মোর যাব অন্য দেশে।
ঐদিন জয়নাল ভায়া ২ যায় চলিয়া রাত ১২ টার,
অল্প কিছু টাকা পয়সা সঙ্গে করে লয়।
চলল হাতে হাতে ২ এক সাথে বাড়ীর বাহির হইয়া,
খোদার কি লীলা ফেলিল জানিয়া।
তখন সবাই মিলে ২ চলিল ধেয়ে খুজিতে যে ভাই,
খুজার মাঝে তারা দুজন পড়ে কিন্তু তাই।
তারা চিন্তা করে ২ এইবারে আর উপায় নাই,
তথায় কিন্তু ভাঙ্গা একটা কবর দেখিতে পাই।
ঢুকল দুজনাতে ২ কবরেতে এক সাথে ভাই,
বহু তালাস করে কিন্তু খুজে নাহি পায়।
সবাই ফিরে এল ২ নাহি পাইল কি করে উপায়,
সুফী জয়নাল সারা রাত কবরেতে রয়।
তারপর ভোর হইল ২ চিন্তা এল কেমন করে যাই,
দিনের বেলা গেলে পরে ধরে ফেলবে তাই।
সে যে অনাহারে ২ রহিল পড়ে তাহার ভিতর,
কি করিবে কেমনে যাইবে চিন্তা হইল তার।
তারপর রাত ১২ টায় ২ বাহির হইয়া চলিল দুইজন,
ক্ষুধার জ্বালায় সুফি বলে জয়নালকে তখন।
হাটিতে আর পারিনা ২ যায় বলিয়া ধর তুমি মোর,
জয়নাল মিয়া কাধে নিয়া চলিল তখন।
গেল বহুদূরে ২ নদীর ধারে বলি যে সবার,
নৌকা একটা ঠিক করিল অতি যে সত্বর।

এদিকে সুফীর পিতা ২ শরীর তিতা সুফীকে না পাইয়া
চারিদিকে লোক বেড়ায় তালাস করিয়া।
খোদাহ কিবা খেলা ২ পড়ল ধরা নদীর ভিতর তাই
জয়নালকে মারতে অজ্ঞান করল তাই।
সুফিরে নিয়ে গেল ২ চলে গেল আপন বাড়ীতে,
মাঝি তখন জয়নালকে নিয়ে গেল সাথে।
বাড়ী লইয়া তারে ২ জিজ্ঞাসা করে ওগো জয়নাল মিয়া
কোথায় তোমার মাতাপিতা বল সত্য কইরা।
আমি রেখে আসি ২ তোমার বাড়ী অতি তাড়াতাড়ি
মাঝিকে সাথে লইয়া চলে আপন বাড়ী।
মাতা বলে তারে ২ সত্য করে বল বাছাধন,
শরীর তোমার এত খারাপ কিসের কারণ।
জয়নাল বলে তখন ২ মায়ের সদন না ভাবগো ভাই,
শরীর আমার ভাল আছে কিছু নাহি হয়।
মাতা না বুঝিয়া ২ গেল চইলা ডাক্তার আনিতে.
ডাক্তার আইসে ঔষধ কিছু দিল খাইতে।
ঔষধ না খাইল ২ সত্য বলল ওগো ডাক্তারবাবু,
অন্তরে মোর চিন্তা আছে তাইতে শরীর কাবু।
তারপর সুফীর পিতা ২ শরীর তিতা বিয়ে দিবে তাই
তারিখ মত জামাই এল সবাইকে জানাই।
সুফি দেখে তারে ২ হাস্য করে দেখে পিতামাতা,
মাতাপিতা মনে করে ভুলেছে আগের কথা।
সবার মনে খুশী ২ মিলিমিশি বিয়ে হয়ে গেল,

বিয়ের রাতি সুফী কিন্তু মার কাছে রহিল,
রাত ২টা হল উঠে ২ বল সুফি চলে গেল।
উন্মাদ বেশে একা একা চলিতে লাগিল,
কত খাল বিল ২ জঙ্গল ঝিল পার হইল তাই,
সামনে একটি বড় নদী বধে গেল ভাই।
নদীর ওপারেতে ২ কোন মতে যদি যেতে পারে।
জয়নাল মিয়ার বাড়ী ছিল ঐ যে নদীর পারে,
তখন চিন্তা করে ২ কেমন করে নদী পার হইব।
আল্লার নাম স্মরণ করে ঝাপ দিয়া পড়িল,
চলে প্রেমের মরা ২ মরছে যারা এই প্রেমের রীতি।
মধ্যখানে গিয়া তখন চলে না আর সতী,
নাহি নড়াচড়া প্রায় ২ সারা হয়ে গেছে ভাই।
ঢেউতে ঢেউতে কোনমতে কিনারায় লাগে তাই,
এক বুড়া মাঝি ২ লাগে বাহ্যি ভোর হইল তাই।
বাহ্যি করতে বুড়া আসে নদীর কিনারায়,
বুড়া ঢের পাইয়া ২ তথায় যাইয়া দেখে ভাল করে।
সুন্দর এক মেয়ে কিন্তু প্রাণ আছে তার ধড়ে,
বুড়া লয়ে তারে ২ ত্বরা করে গেল আপন বাড়ী।
সুস্থ হইয়া সুফি তখন বলে তাড়াতাড়ি,
তুমি ধর্ম্মের বাবা ২ আমার হবা দয়া কর তাই।
জয়নাল মিয়ার কোন বাড়ী আমাকে দেখাও,
বুড়ার দয়া হইল ২ লয়ে গেল জয়নাল মিয়ার বাড়ী,
জয়নাল মিয়া উঠল ঠেলে পেয়ে মধুর হাড়ী।

করে জড়াজড়ি ২ হুড়াহুড়ি মিলিয়া দুইজন,
সুফির পিতা দারোগা আসিল তখন।
সুফিকে দাও নিয়া ২ খাড়া হইয়া উঠিল কুদিয়া
জয়নাল আমার স্বামী আছে দিই জানাইয়া।
তোমরা ফিরে যাও ২ চলে যাও নিজ নিজ বাড়ী,
ঘটনা বুঝিয়া সবে চলে তাড়াতাড়ি।
তখন দারোগায় ২ নিয়ে যায় ডি, এম এর বাংলায়,
মন মিলে দুজনেতে বিয়ে হইল তাই।
তখন জয়নাল মিয়া ভ্রমর হইয়া করে মধুপান,
ফুটন্ত ফুল হয়ে সুফি মধু যে বিলান।
কবি বলে যাই ২ শুনেন ভাই বলি সবার ঠাই,
প্রেমের যদি আশা থাকে এমনি কর ভাই।
কবি—মহাদেব চন্দ্র বাড়ী আমার নদীয়াতে ভাই,
সর্বশেষে সকলকে প্রণাম জানাই।

মুকুন্দদাসের ছড়া

বাবুদের পায়ে নমস্কার

দেখলাম ভাই এই কলিতে ভাল মন্দের নাই বিচার
যার মা ভগ্নি চাকরী করেন বা:র বাড়ীতে
করছেন তিনি বাবু গিরি ঘুরে রাস্তাতে
বাবুর বো হয়েছে রংএর বিবি স্বামী মানে না
ভাল চোখে চশমা দিয়ে চল্লেন সিনেমা
ভাসুর শ্বশুর কেয়ার করে না বাপকে বলে মাইডিয়ার
বাবুদের কোচায় নমস্কার।